চতুরঙ্গ

বর্ষবরণ সংখ্যা ■ মে ২০১৩ ■ ২০ টাকা

সম্পাদক

কৌশিকরঞ্জন খাঁ
রক্তিম সাহা

প্রচ্ছদ

পীযূষ ভট্টাচার্য

মুদ্রন ও বর্ণ সংস্থাপন

মোহিনী প্রেস, বালুরঘাট

সম্পাদকীয়

বর্ষবরনের এই উৎসবে'উত্তরভাষা'র আরেকটি সংখ্যা প্রকাশিত হল। পাঠকবন্ধুদের জানাই নববর্ষের শুভকামনা। দেশ ও সমাজ এখন এক অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে কালাতিপাত করছে। 'আমরা' 'ওরা'-র বিভাজনের কালো ছায়ায় বাংলার সাহিত্য সমাজও দ্বিধা বিভক্ত। ওপার বাংলা প্রজন্ম চত্তুরের দ্বিতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তাল। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যে কতিপয় পত্রিকা একনিষ্ঠভাবে বাংলা ভাষার সেবা করে যাচ্ছে আমরা তার শরীক হতে পেরে গর্বিত।

পাইয়ে দেওয়া- পেয়ে যাওয়ার রাজনীতিতে কেন জানিনা সব সময়েই সাহিত্য পত্রিকা ব্রাত্য। ক্লাবগুলো গুচ্ছ গুচ্ছ সরকারি সাহায্য পাচ্ছে, নাটকের দলও অর্থ সাহায্য পাচ্ছে, যাত্রাদল-যাত্রাভিনেতারাও সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত নয়। কিন্তু লিটল ম্যাগাজিন যেন ছাগলের তৃতীয় শাবকের মতই ব্রাত্য থেকে যাচ্ছে। অথচ কত কষ্ট করে পত্রিকা প্রকাশ করতে হয়, এ কথা সরকারি কর্তা ব্যক্তিরা মনে রাখেননা। বিজ্ঞাপনের জন্য দোরে দোরে ঘুরেও কোন ফল মেলে না। অথচ একথা তো সত্যিই কোন জেলা বা কোন শহরের লিটল ম্যাগাজিন, নাট্যদল সে জেলা বা শহরের সম্পদ ও গৌরব। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সর্বস্তরের মানুষেরই এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু সে কথা মনে রাখে ক'জন? আমাদের ভাবনা আমাদেরই ভাবতে হবে। সাহিত্য ও লিটল ম্যাগাজিনের গতি অব্যহত রাখতে পাঠক-লেখককেই এগিয়ে আসতে হবে। তাদের আন্তরিক আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমেই বেঁচে থাকবে লিটল ম্যাগাজিন। অনুকম্পা নয়, পাঠক ও লেখকের সমবেত প্রচেষ্টাতেই বেচে থাকবে লিটল ম্যাগাজিন। এটা আমাদের বিশ্বাস। হ্যাঁ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আলাপচারিতায় পীযূষ ভট্টচার্য

'আমি রুটস্‌সে বিশ্বাস করি। আমি ভুঁইফোর নই'

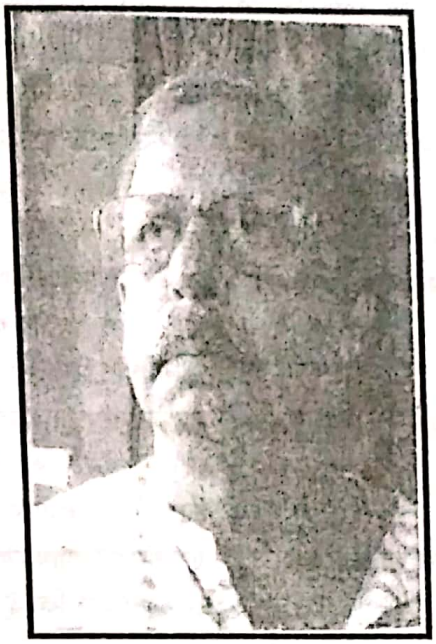

শ্রী পীযূষ ভট্টাচার্যঃ জন্ম ০৩/১২/১৯৪৬। শিক্ষাগত যোগ্যতা বি. এ. পার্ট ওয়ান। পি. ডব্লু. ডি-তে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী হিসেবে কর্ম-জীবন শুরু করে করনিক হয়ে অবসর গ্রহন করেছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটের চক্‌ভবানী এলাকার আত্রেয়ী নদীর পূর্ব পারে তাঁর বাস। অন্তরাগ নয় উষার আলোকে উদ্ভাসিত থেকে পীযূষ ভট্টাচার্যের কথকতা বহুতর বাস্তবতাকে স্পর্শ ক'রে কাব্যিক সুষমা লাভ করে। সংস্কার, মিথ, ব্রতকল্পে সমসাময়িক কালের আবরণ উন্মোচনের আকাঙ্খাই তাঁর লেখার নেপথ্য শক্তি। কাহিনি নির্ভর গল্প- উপন্যাসে জনপ্রিয়তার সমাদর উপেক্ষা করেই তিনি এক অপার্থিব আখ্যান রচনায় নিজস্ব ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন।

প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

মহিম্ন অসুখ মহিম্ন যন্ত্রণা	কবিতা সংকলন	১৯৯১	একুশে
কুশপুত্তলিকা	গল্প সংকলন	১৯৯৫	রক্তকরবী
পীযূষ ভট্টচার্যের গল্প	গল্প সংকলন	১৯৯৮	রক্তকরবী
জীবিসঞ্চার	উপন্যাস	২০০১	রক্তকরবী
কীর্তিমুখ	গল্প সংকলন	২০০১	নয়াউদ্যোগ
নিরক্ষরেখার বাইরে	উপন্যাস	২০০২	প্রমা
পদযাত্রায় একজন	গল্প সংকলন	২০০৪	নয়াউদ্যোগ
নির্বাচিত গল্প	গল্প সংকলন	২০০৪	দীপ প্রকাশ
ঠাকুমার তালপাখা ও অন্যন্য গল্প	গল্প সংকলন	২০০৬	নয়াউদ্যোগ
শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন এবং তার মাদি মোষ	গল্প সংকলন	২০০৯	নয়াউদোগ
তালপাতার ঠাকুমা	উপন্যাস	২০১২	ভাষাবন্ধন
সূর্য যখন মেষ রাশিতে	উপন্যাস	২০১৩	ভাষাবন্ধন
কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড়ের পিঠে	গল্প সংকলন	২০১৩	চর্চাপদ

অলোক গোস্বামী সম্পাদিত শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত -গল্পবিশ্ব- পত্রিকার আগষ্ট ২০০৭ সংখ্যায় পীযূষ ভট্টাচর্যকে নিয়ে ক্রোড়পত্র

প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তাঁর একটি দীর্ঘ ও গভীর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। পাঁচ বছরে তাঁর অনেক গল্প-উপন্যাস-গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নতুন লেখালেখি, বিষয় ও আঙ্গিকে বাঁক বদল ঘটল কিনা, ঘটলে কোন অভিঘাতে এই বাঁকবদল, সমাজরাজনীতির পরিবর্তনে তার প্রতিক্রিয়া- এ সব নিয়েই কথাকার পীযূষ ভট্টাচার্য- এর সাথে একান্ত আলাপচারিতায় উত্তর ভাষার পক্ষে রিপন সরকার।

■ **পীযূষদার জন্ম হচ্ছে- ডিসেম্বর ১৯৪৬। তাই তো?**

তোমরা বসিয়ে দিতে পারো।

■ **পারি?**

হ্যাঁ- অ্যাকচুয়ালি ১৩ ই ডিসেম্বর। পাকেচক্রে লিখতে হয় ৩রা ডিসেম্বর

■ **দুটোই বসাতে পারি! অর্থাৎ ৩-১৩-৩০**

যা খুশি বসাতে পারো। কেন না আমার তো আর জন্ম জয়ন্তী পালিত হবে না!

■ **একটু বেশি বয়সেই লেখালেখিতে এসেছেন। শুরু করতে এত দেরি করলেন কেন?**

গদ্য লিখছি বেশি বয়স থেকে। ধর ৮০-র দশক। কবিতা আগে থেকে লিখতাম। সেটা ধরে কি লেখালেখির শুরুটা বলব।

■ **না! আমরা গদ্যের কথাই বলছিলাম আর কি।**

কবিতাটা খুব অনিয়মিত ভাবে লিখতাম। কেউ চাইলে একটা কবিতা লিখে দিতাম। গদ্য লিখবার সময় ছিল না-নানা কাজে ব্যস্ত থাকতাম। তারপর যখন গদ্য লিখব বলেই ঠিক করলাম- তখন আমার সামনে একজন আদর্শ ছিল, তিনি অভিজিৎ সেন। তিনি গদ্য লিখতেন-এবং অন্যধরনের গদ্য ঠিক বলব না-উনি লিখতেন। আর.... বেশি বয়সে লেখার কারণ হচ্ছে- তখন রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছি-অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন। একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়া আর কি! বামপন্থী রাজনীতির মতাদর্শগত ভাবে যদি কারো সাথে অমিল হয়ে যায় তাহলে সে নিঃসঙ্গই হয়ে পড়ে। আমার সৌভাগ্য আমাকে কোনো দুর্নাম নিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়নি। সুনামের সাথে তার থেকে বেরোতে পেরেছি। যে কনট্রাডিকশন ছিল- এখন তা বলা উচিত এই বয়সে এসে সেটা হল জয়প্রকাশ নারায়নের আন্দোলনের সাথে কমিউনিষ্ট পার্টি মার্চ করবে কি করবে না। আমি মার্চ করার পক্ষে ছিলাম। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী বলা হোক বা যে কোন কমিউনিস্ট সংগঠনই বলা হোক, এরা কোনো জাতীয় স্তরের আন্দোলনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্টেও লোক বলে তাঁরা অনেকে ঐ স্বাধীনতা সংগ্রামে টেররিস্ট গ্রুপের থেকে এসেছেন। এছাড়া আর কোন ভূমিকা নেই আর কি! কিন্তু ভারতবর্ষ একটা বড় দেশ। সেখানে যখন জয়প্রকাশের নেতৃত্বে আন্দোলন হচ্ছে তখন সেখানে মার্চ করা উচিত ছিল। এই পয়েন্টই ছিল। তাতে একটা সিকোয়েন্স হল-বলা যেতে পারে আমি চিহ্নিত হলাম। যারা যারা চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও অ্যাডজাস্ট করেছেন তাদের কথা আলদা-তাদের মতাদর্শ আলাদা-আমার মতাদর্শ গত ব্যাপার হচ্ছে-কেটে পড়া। ছুটি নেওয়া। তখন হয়কি- এসে পড়তে হয় একটা বদ্ধ ঘরে। যদি বেড়ালকেও সেখানে রাখা হয়, তখন সে ব্যাটা বাঘ বা বাঘিনী হওয়ার চেষ্টা করে। তার তো একটা ওয়ে আউট চাই। এভাবে আমি বদ্ধ ঘর থেকে লিখতে এসেছি। লেখাই আমার ওয়ে আউট।

■ **এটা মোটামুটি আশি-র দশক!**

হ্যাঁ আশি। আমাকে জোড় করে গদ্যে আনাও হয়েছে, এটাও পাশাপাশি ঠিক। সেটা হল যখন অমল বসু প্রতিলিপি-বলে একটা কাগজ করতেন, আমি সহ-সম্পাদক ছিলাম। আমার সময়-টময় ছিল না। মেইনলি ওইই দেখতো। আমি সময় সময় থাকতাম, ও জোর করে আমাকে দিয়ে একটা গল্প লেখায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল গল্পটা আমি কোন সংকলনে রাখতে পারিনি। প্রথম দিকের লেখা আমার কিছুই নেই। তবে গল্প সমগ্রর জন্য খোঁজ চলছে তার।

■ **কবিতায় আর ফিরলেন না কেন?**

কবিতায় ফেরা সম্ভব নয় একটাই কারনে, তা হল-কবির মনে মুহূর্ত ধরা দেয়-তারপর থেকেই তো কবিতার সৃষ্টি হয়। আমার এখন যে সব মুহূর্ত ধরা দেয়, সে সব মুহূর্তের পেছনে রিজন ও ধরা দেয়। তার কারণটা জানা। হঠাৎ যদি আমি একটা গাছের ডাল নড়া দেখি তখন তার কারণটা-কেন নড়ল? পাখি বসেছিল না হাওয়া উঠেছিল? যে হাওয়াটা আমি টের পাইনি অথবা যে পাখিটা বসেছিল তাকে আমি দেখিনি কেন? এই যে Origin এ যাওয়ার চেষ্টা -যে লোক অরিজিন-এ ফিরবার চেষ্টা করবে সব সময়, তার মধ্যে কিন্তু কবিতা বেশি দিন থাকবে না। কবিতা তো মুহূর্তের spark এবং তা খুব অল্প পরিসরে ছন্দ বদ্ধ ভাবে। ছন্দ ছাড়া কবিতা আমি পছন্দ করিনা। যে কোন একটা ছন্দ থাকতে হবে মাত্রা ভিত্তিক বা ধ্বনি ভিত্তিক। কবিতা লিখতে কবিতার গ্রামার জানতে হবে, লিখবার ভাষাটাও আয়ত্ত করতে হবে। নইলে গলাহীন গান সাধার মত হবে। তবে আমি বোধ হয় কবিতার প্রতি অবিচার করেছি।

■ **গত-দু-আড়াই দশক আর লেখেন নি?**

নিয়মিত লিখিনি। হঠাৎ যদি লিখি সেটা হঠাৎ। ওটা ক্রাফট্‌ম্যানশিপ-কবিতা হয়েছে কিনা বলা যাবে না। কবিতা লেখার কৌশলটা জানি বলে লিখে ফেলেছি।

■ **একটু অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি। আপনার ছেচল্লিশ-এ জন্ম..... দেশ ভাগের চাপ আপনার শৈশবে সহ্য করতে হয়েছে। আপনার**

লেখার কিছু কিছু চরিত্রেও সে ছাপ আছে। আপনার শৈশবের সেই দিনগুলি কথা জানতে চাই।

এর আগের একটা ইন্টারভিউতে আমি স্বীকার করেছিলাম, আমার কোনো শৈশব নেই। তবে শৈশব একটা সব মানুষেরই থাকে। খারাপ-ভাল-মন্দ থাকে। একেক রকম শৈশব একেক রকম ভাবে ধরা দেয়। যখন দেশ স্বাধীন হল তখন আমার বয়স এক বছরও নয়। জ্ঞান হবার পর দেখেছি আমাদের পরিবারটা (ইউনিট বলা ভাল-যৌথ পরিবার তখন ভেঙ্গে গেছে) একবার কলকাতায়, একবার নীলফামারী- এই করে থাকতে হত। এবং কোন খানের স্মৃতিই খুব একটা মধুর নয়। একটা সময়ও ছিল যখন তিনমাস তিনমাস করে একেকটা ফ্যামিলিতে থাকতাম। আমাদের পরিবারের উত্তরাধিকার সূত্রে দেখেছি একটা সিস্টেম ছিল। ... সে সব স্মৃতি আছে। মোটামুটি ক্লাস ফোরে গিয়ে নীলফামারীতে ভর্ত্তি হই। তার আগে বাড়িতেই পড়াশুনা করতাম। আমাকে পাহাড়েও থাকতে হয়েছে, সোনাদাতে ছিলাম। একেকটা পরিবেশে থাকতে থাকতে-অদ্ভুত একটা গোলমেলে দেশভাগ হয়ে গিয়েছে। নীলফামারির স্মৃতি ভীষণভাবে তাড়া করে।

> ম্যাজিক রিয়ালিজম আছে কিনা জানিনা! এটা তর্কের বিষয় নয়। আমি ল্যাটিন আমেরিকান ভক্ত এই কারণে। ওখানে যে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল তৈরি হয়েছে, দীর্ঘদিন উপনিবেশ থাকার ফলে- একটা বিচিত্র ধরনের পরিবেশ। আমি উপনিবেশিক বঙ্গকে বাদ দিয়ে অরিজিনে ফিরবার চেষ্টা করছি। সেই যে লিখবার চেষ্টা থাকে-সে এখন অনেকভাবে করছে। একটা উদাহরণ দিই- -বেদের মেয়ে জোৎস্না- গ্রামাঞ্চলের পপুলার ফিল্ম। ফিল্মটা এটা মিশরীয় মিথ, লোককথা। আমাদের ঠাকুরমার ঝুলিতের আছে হাজ ব্যান্ডের বয়স কম। বাঘিনী নিয়ে যাচ্ছিল.... এই সব।

■ সেখানকার প্রাইমারি স্কুলেই কি উর্দু শেখা শুরু করেছিলেন?

হ্যাঁ এটা একেবারে ডুপ্লিসিটি ও সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমার উপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়া হল। কারণ ওখানে যারা ইন্ডিয়ান নাগরিক ছিল-মানে ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট হোল্ডার যারা ছিল তারা সবসময় ইনসিকিওরিটিতে ভুগত। সেই জন্য একটা পরিবারের ছেলে যদি উর্দু শেখে তাহলে পাকিস্তানের দৃষ্টিতে একটু করুনার চোখে দেখা হত।

■ রাজভাষা সকলেই শিখতে চায়-রামমোহনও শিখেছিলেন-চাকরি বাকরি ইত্যাদির জন্য রাজভাষাটা শেখা জরুরি, তাই না?

তখন তো সিস্টেমের মধ্যেই ছিল, শিখতেই হবে। আরো মজার মজার ব্যাপার আছে। ফার্সি শিখতে হলে কোরানের শপথ নিয়ে শিখতে হয়। ফার্সির যে গুরু সে যখন কোন ছাত্রকে শিক্ষা দেবে তখন শপথ করাবে। আমার উর্দু ছিল তো! তাই অত কড়াকড়িতে পড়িনি। আমরা গৌড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের, আমার মনে হয় এটাও কাজ করেছে। তবে, সব ভুলে গেছি চর্চার অভাবে। সিঙ্গল ম্যান আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এপাড়ে। একাই থাকতাম। ক্লাস-সিক্সের ছেলে মাসির বাড়িতে উঠেছিলাম-তারপর এদিক ওদিক কিছু দিন এই করে চলছিল।

■ সূর্য যখন মেষরাশিতে- উপন্যাসে এই শৈশব কি খানিকটা এসেছে? পুরোটাই এসেছে।

এই উপন্যাসে আমার পরিবারের, দেশের কিছু মানুষ আছেন। দুই পারের যে চরিত্রগুলি আছে, ডাক্তার বাবু পর্যন্ত ঘটনা সঠিক চরিত্রের আদল। অন্যান্য কমিউনিটি যেগুলো এপারে ও ওপারে এসেছে-সেগুলো ইমাজিনেশন।

■ লেখালেখি শুরুর অনেক আগে থেকেই অপনি মানুষের কাছাকাছি এসেছেন, কখন থেকে আপনার ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট শুরু করেছিলেন?

ব্যাপারটা হল-ক্লাস নাইন থেকে আমি কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি। কারণ হৃষিকেশ ভট্টাচার্য বলে এখানকার একজন কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন, তিনি হিলি মেইল ডাকাতির অন্যতম অভিযুক্ত। বয়স কম থাকার জন্য তার দ্বীপান্তর হয়। মানুষটা আমাকে খুব ভাল বাসতেন। আর কমিউনিস্ট মানুষ যদি কাউকে ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন তখন সে ব্যাটাও কমিউনিস্ট হয়ে যায়। আগেকার দিনের কমিউনিস্টরা এমনই ছিল। সম্মোহন শক্তির মত জীবনচর্যা ও জীবনচর্যা মিলে এটা তৈরী হয়। আমি তাঁর সাথে ঘুরেছি বিভিন্ন গ্রামে। হেঁটেই ঘুরতেন বেশির ভাগ। আর আমাকে তার পেছনে পেছনে দৌড়ে ঘুরতে হয়েছে। লম্বা মানুষ বড় বড় পা ফেলে হাঁটতেন। আমি তখন ক্লাস নাইন। গরমের ছুটি পুজোর ছুটিতে যেতাম। এর পর একটা গ্রুপডির চাকরি জোগাড় করা হল। তখন বাড়ির এমন অবস্থা যে একটা পেট চলে গেলে বাকী তিনজন অন্তত খেতে পারবে। এর আগে অবশ্য স্কুল ফাইনালটা পাশ

করেছি। তখন তো একটা ব্যাপার ছিল স্কুল ফাইনাল ইজ-ইকুয়াল টু একটা কেরানি। কি শিখলাম কি জানলাম সেটা পরের ব্যাপার।

সিদ্ধার্থ শংকরের আমলে ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশনে পরীক্ষাতে আমি ফার্স্ট স্ট্যান্ড করি। কিন্তু ততদিনে ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টের জন্য কতগুলো স্ট্রাইক ও গণছুটির জন্য...। অনেকে উইথড্র করেছিল, আমি করিনি। যুক্তি একটাই, যে দাবিগুলোর জন্য আন্দোলন করেছি তার একটাও পূরণ হয়নি। আন্দোলন করতে গেলে কিছু স্যাকরিফাইস করতে হবে সে জেনেই তো করা উচিত।

■ মানে আন্দোলন করতে গিয়ে আপনাদের জন্য শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল?

হ্যাঁ। শাস্তিমূলক ব্যাবস্থ হচ্ছে, যারা প্রমোশনাল ক্যানডিডেট তাদের প্যানেল আটকে দেওয়া। নেকস্ট ম্যানকে দিয়ে দেওয়া-যেমন দুই এর চাকরির প্রমোশন হয়েছে তিনি আমার সাথে ছিল বলে আটকে গেছে।

■ আপনি এক নম্বর থাকা সত্বেও.....?

আমি উইথড্র করিনি ওরাও নিয়মের মধ্যে করেছে। বলছিনা কারো দোষ। মজাটা এখানটায়..... এ গর্ভনমেন্ট আসার পর যখন আমি অ্যাপিল করলাম.....

■ এই গভর্নমেন্ট মানে -বামফ্রন্ট সরকার-?

হ্যাঁ। যখন অ্যাপিল করলাম প্রথমে তো পাত্তাই দেওয়া হল না, দ্বিতীয়বার কমিশন বসানো হল এর জন্য। তাতেও বলা হল - এটা ঠিক ঘটনা বলা যাচ্ছে না, যেহেতু মতাদর্শগত পার্থক্যটা সুরু হয়েছিল ৮০- এর দশক থেকে। তারপর ওয়ান ফাইন মর্নিং আমার ইচ্ছে হল ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দেখা উচিত। নামতে হবে বাজারে এভাবে হবে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল যে লোকটা ফাইল ডিল করত সে ব্যাপারটা চেপে রেখেছিল। সেই লোকটার কাছ থেকে একটু অসৎ পথে আমি ফাইলটা বের করলাম। অর্ডারে কপিটা বের করলাম। সোজা কলকাতার রাইটার্সে চলে যাই। ফিফটিন ডেজ এর মাথায়, ন্যায়- অন্যায় জানিনা আমাকে নিজের জায়গাতে পোস্টিং করে দেয় প্রমোশন সহ। সালটা ১৯৮৪। প্রায় বারো বছর পর।

■ ফলে এই অঞ্চলটাকে দেখার ও জানার সুযোগ হয়েছে ?

দেখেছি টেড ইউনিয়ন করার সময় পুরো পায়ে হেঁটে - তখন ট্রেড ইউনিয়ন পয়সা দিত না, আমি সবকটা সাবসিডিয়ারী হেলথ অর্গানাইজেসন একেবারে চাকুলিয়া টু চোপড়া থেকে আরম্ভ করে জেলার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত - যখন ওই ইউনিটগুলোতে ইউনিট কমিটি তৈরী হচ্ছিল - তখন পায়ে হেঁটে হেঁটে করতে হয়েছে। তারপর আমাকে ব্যাপক সুযোগ এনে দেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর একটা রিকনস্ট্রাকসান বাউন্ডারি পিলারে পড়ে হয় যখন। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের টিম এসেছিল। তখন ৫ দি কাজের খুব বেশী টি. এ বিল দেওয়া হত না। আমি ওদের সাথে সমস্ত বর্ডরে বর্ডারে ঘুরে বেরিয়েছি। তখনই প্রথম দেখেছি ওপারের লোক বিড়ি খাচ্ছে সিগারেটের মতন করে, সাদা কাগজ দিয়ে মোড়ানো।

■ আপনি কোন কোন অঞ্চল বেশি ঘুরেছেন?

আমার জুরিডিকশান ছিল উত্তর দিনাজপুরের রাধিকাপুর পর্যন্ত শুরু করেছিলাম ডাঙ্গি থেকে সমজিয়া ভায়া হিলি। তারপর তপনের ওদিক থেকে ঘুরতে ঘুরতে হিলি হয়ে গঙ্গারামপুর কাটাবাড়ি হয়ে বেরিয়ে গিয়ে নদী পার হয়ে ওদিকে গিয়ে টাঙন নদী পার হয়ে ধার ধরে গিয়ে - রাধিকাপুরে গিয়ে শেষ করা।

■ আপনার যে আখ্যানগুলো, সেগুলির আলোড়িত হবার ক্ষেত্র ও আপনার বিচরণ এই অঞ্চল। সেখানকার লোককথা, কিংবদন্তী এগুলো কিন্তু আপনার সংগ্রহে আছে। সেগুলো আপনি খুব সূক্ষ্মভাবে ব্যবহারও করেছেন। কী রহস্য খুঁজে পেলেন এই অঞ্চলের মধ্যে?

সেটাতো যার যার জারন শক্তি। আমি যদি বলি পেয়েছি, তাও তো এখন পর্যন্ত স্বীকৃত নয়। পেয়েছি কি না পেয়েছি, কোন স্বীকৃতি জোটেও না। তবে সঠিক ভাবে যা যা পেয়েছি তা সঠিক ভাবে এখান থেকেই পেয়েছি। আর সেটা কিন্তু টো টো করার নেই - আমি সেটা স্বীকার করে নিচ্ছি। মিথ যেটা পেয়েছি, লোককথা যেটা পেয়েছি, ইন্টারন্যাশনাল আসপেক্ট থেকে সেটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। একটা টাটকা উদাহরণ দিই - কালকে খেতে বসে, ওদের বাড়ির চাকর বাকরের কাছে আমার স্ত্রী দুটো ধান থেকে একজনের সম্পত্তি করার কথা বলছিল। এটাও কিন্তু লোককথা একটা। রাজা বা জমিদারের কাছে গিয়ে একজন মাহিন্দার টাইপের মানুষ যে সারাবছর মানুষের বাড়িতে খাটে বন্ডেড লেবারার হিসেবে - সে জমিদারের কাছে পারমিশন চেয়েছিল দুখানা ধান বুনবে। টু পিস। প্রথম বছর বুনল - দুটো ওর থেকে যা ধান উঠল, তার পরের বছর বুনল। সেটা আর পিস থাকছে না একগুচ্ছ হচ্ছে। এরপর জমিদার দেখে অনেকখানি জমি দখল করে নিয়েছে। এর মধ্যে কিন্তু দুটো জিনিস আছে - বন্ডেড লেবারাররা একদিন সবকিছু দখল করে নেবে সেটাও আছে। তারা একদিন রিভল্ট করবে কিন্তু সেই কৌশল তারা পাল্টে দিয়েছে। আমরা যারা বামপন্থী মতের প্রতিবেদন এই কৌশল, বিপ্লবের কৌশল, সংঘাতের কৌশল বলি - সংঘাতটাকে তারা বুদ্ধির পাকে নিয়ে এসেছে। এই হল এই অঞ্চলের টিপিকাল মেন্টালিটি অফ পাবলিক। তেভাগা হবার

তেভাগা পরবর্তী কোনো অনুসঙ্গ থাকে নি। উত্তরবঙ্গে তেভাগার সাথে দক্ষিণ ...র তেভাগার পার্থক্য এখানেই। ধরে রাখা যায় নি বলা যায়। সত্তরে দশকে নকশাল পিরিয়ডে তপন অঞ্চল গুলোতে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছে - কিছু ধরে রাখতে পারেনি। ওরা তো পারেই নি, ওদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালে ওই ফোর্সকে যে অন্য ফোর্সে ব্যবহার করা হবে, সেটাও পারেনি। ভোটের সময় ভোট দেয়, একধরনের অনীহা থাকে - নো ডেভেলপমেন্ট - একটা ব্লকের কোনো উন্নতি নেই। চৌত্রিশ বছরেও নেই - এখনো নেই।

■ এই জায়গাটাতেই আসতে চাইছিলাম। আপনি তো ছয়ের দশক থেকে দেখছেন এই অঞ্চলটাকে - যে অঞ্চল আপনার লেখায় আলোড়িত হয়েছে। তার কি পরিবর্তন চোখে পড়ে?

একটাই প্রধান পরিবর্তন হয়েছে। এই অঞ্চলে ডোমিনেটিং পিপল্ যারা ছিল - মাহিষ্য ও সদগোপ কমিউন, ব্রাহ্মণ ছিল না - এখানেকার ব্রাহ্মণ যারা বেশির ভাগ মাইগ্রেটেড। গ্রামাঞ্চলের গুলো বর্ধমান থেকে মাইগ্রেটেড এবং শহরাঞ্চলেরগুলিতে ঢাকা থেকে। সব ভাগ্য অন্বেষনে এসে যে যার মত জায়গা দখল করে নিয়েছে। কেউ বর্ষার টাইমে নৌকা করে ডাক্তারি করতে এসে বদলে সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়েছে। ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পর যারা এসেছে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতাটা দখল করছে। এটা হচ্ছে আমার চিন্তা। তাদরে একটা থিতু হবার ভাবনা থাকে। থিতু হলে পরের সম্পত্তি কি করে এনক্রোচ করতে হয় তারা তা জানে। দু - ইঞ্চির বেড়ার জন্য লড়াই করছে। অ্যাগ্রেশান থাকে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য।

■ আগামী দিন তেমন উজ্জ্বল নয় বলে মনে হচ্ছে?

না ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিপ্লব না হলে, এগুলো হয় না। এক কৃষির উপর নির্ভর করে কৃষি ভিত্তিক কাজ করে কি হয়েছে ? ধান গাছ কেটে কিছু মিনিরাইস মিল, হাস্কিং মিল - এই তো! বড় রাইস মিল তো তৈরি হয়না এখানে আর।

■ আচ্ছা এই যে মিথ, লোকপুরান, কিংবদন্তি, সম্প্রদায়গত সাধন প্রক্রিয়া এগুলির প্রতিটি আপনার আখ্যানের স্তম্ভ। একটা লৌকিক ও অলৌকিকতার খেলা আপনা লেখায় দেখা যায়। সে কারণে অনেকে আপনার লেখাকে ম্যাজিক রিয়ালিজমের তত্ত্বের ছায়ায় আবৃত বলতে চান, এ বিষয়ে আপনার মত কি?

দ্যাখো মিথ, লোকপুরান এসব তো আমাদের জীবনের সঙ্গী। আমি এতে তো বিশ্বাস করি। মিথ জীবন চালিকা শক্তি। সবকিছুকেই ব্যাখ্যা করা যায় মিথ দিয়ে। সমস্ত সংঘাত ও আনন্দ মুহূর্তকে মিথ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। আর আমরা যারা হিন্দু, বিশেষ করে বেঙ্গলের হিন্দু তাদের মাঝে ভীষণভাবে মিথ প্রভাব ফেলে। আমাদের জন্ম থেকে শুরু করে সবই তো মিথিকাল। গর্ভাধান থেকে শুরু করে একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত মিথিকালে বাঁধা। এটা মানুষকে-যারা নাস্তিক তাদের কথা বলছিনা, ব্যাখ্যা করা চলে মিথ দিয়ে। নাস্তিকদের যুক্তি খুব বেশি আমি বিশ্বাস করিনা। -আমি নাস্তিক- এই পর্যন্ত ধারণা দিয়ে সে চলে যেতে পারে, তার বেশি নয়। সংস্কার তো তুমি নিয়ে জন্মগ্রহন করেছো। তোমার মা গর্ভধারণের সময় তোমাকে পাওয়ার জন্য সাধ ভক্ষণ করতে পারে, তার রিচুয়ালিটি মানতে পারে, আর তুমি জন্মাবার পর বলবে, এগুলো কিস্যু না!-। আমি ইদানিং যেটা চিন্তা করছি, একটা জেনারেশনে ডাক্তার খারাপ বের হলে তার এফেক্ট চলে সামনের দশক পর্যন্ত। শিক্ষা সংস্কৃতি একটা জেনারেশনের খারাপ হলে তার এফেক্ট একশ বছর ধরে চলতে পারে। ছয়ের দশকের পর সেরকম উল্লেখযোগ্য কিছু হয় নি যেটা আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে আনা যায়। বিভূতিভূষনের রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা উপন্যাস 'ইছামতি' আন্তর্জতিক মানের উপন্যাস পড়ে না তো কেউ। পাঠ্যপুস্তকে যা পড়া হয় ঐ পর্যন্ত। এই সব ব্যাপারে সবাই তো মিথ ব্যবহার করে এসেছে। লৌকিকতা ব্যবহার করে এসেছে।

■ কিন্তু আপনার লেখাকে ম্যাজিক রিয়ালিজম প্রভাবিত বলা হচ্ছে কেন?

ম্যাজিক রিয়ালিজম আছে কিনা জানিনা! এটা তর্কের বিষয় নয়। আমি ল্যাটিন আমেরিকান ভক্ত এই কারণে। ওখানে যে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল তৈরি হয়েছে, দীর্ঘদিন উপনিবেশ থাকার ফলে- একটা বিচিত্র ধরনের পরিবেশ। আমি উপনিবেশিক বঙ্গকে বাদ দিয়ে অরিজিনে ফিরবার চেষ্টা করছি। সেই যে লিখবার চেষ্টা থাকে- সে এখন অনেকভাবে করছে। একটা উদাহরণ দিই- -বেদের মেয়ে জোৎস্না- গ্রামাঞ্চলের পপুলার ফিল্ম। ফিল্মটা এটা মিশরীয় মিথ, লোককথা। আমাদের ঠাকুরমার ঝুলিতের আছে হাজ ব্যান্ডের বয়স কম। বাঘিনী নিয়ে যাচ্ছিল.... এই সব। কে পড়েছে ঠিকমত.... উৎপত্তি কিন্তু মিশর থেকে। লিখিত সাহিত্য নয় সবটাই এসেছে মুখে। তার পিছনে একটা মিথিক্যাল অ্যাপ্রোচ ছিল। যে যার মত সমাজ গড়তে গিয়ে তার তার মত বানিয়ে নিয়েছে। আমি এটাকে আরেকটু বর্ধিত করতে চাইলে-কারও খারাপ লাগতে পারে-ল্যাটিন বলতে পারো আমার কিছু এসে যায় না। যেগুলিকে আমরা বর্জন করেছিলাম, সেগুলিকে গ্রহন করে আধুনিকতার রূপ দেবার চেষ্টা করছি।

■ 'শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন এবং তার মাসি মোষ'- ২০০৯ এ প্রকাশিত। নানান রাজ্যের লোককথা লোকশ্রুতি নিয়ে.....

মানুষের ভাষা যেমন দু-তিন কিলোমিটার পর পর পাল্টায়,

লোকশ্রুতি তেমন পাল্টাতে থাকে। কিন্তু লোককথার উৎপত্তি এখন সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তার বিভিন্ন মোটিভ এর ইনডেক্স আছে। লোককথার ক্ষেত্রেই কেবল যে জনজাতির লোককথা তার উল্লেখ করা হয়েছে।

■ **যে কথাগুলি বলার, এই বর্ধন বা এক্সটেনশনের কাজটা আপনি শ্রীযুক্ত কিশোরীমহনে করেছেন!**

হ্যাঁ, তা করেছি। তাতে সবকিছুই এসেছে-রাজনীতি, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি। সেক্স এর বিষয়ও এসেছে। বয়স বাড়লে তো শরীরের চাহিদা বাড়ে অথচ মনের চাহিদা অ্যাকচুয়ালি শিশু থেকে যায়। সেকথাও এসেছে। আমাদের লোককথাতে সেগুলো আছে। উড়িষ্যার লোভি ব্রাহ্মণদের কথা আছে। অনামি নাঙ্গা-নাগাদের কিছু লোককথা আছে- আর সবগুলোর তো ইন্টারপ্রিটেশন করা সম্ভব হয়নি।

■ **কিশোরীমহন তো আপনার অসাধারন কাজ। বৌদ্ধিক মহলে তো প্রচুর প্রশংসাও পেয়েছেন। কিন্তু ব্যাতিক্রমী কাজটার জন্য সেভাবে কোন পুরস্কার বা স্বীকৃতি……**

আমার উচ্চতা কত? পাঁচ ফুট দুই তিন। পাঁচ ফুট দুই/তিন ইঞ্চির মানুষের হাতটাও খুব ছোট হয়। আমি আজানুলম্বিত নই-সাধারণ মাপের মানুষ। এভাবেই হবে। ঐ নাম উঠবে, চলে যাবে। এখন তো জমানা নিয়ে কথা তা দু জমানাই সমান। সব কলকাতামুখী, আর আমি ও ব্যাপারটার মধ্যে নেই। বলত দেখি-চৌত্রিশ বছরে নেই নেই করে ষাট-সত্তর জনকে-পরের দিকে তো পারলে একডজন করে বঙ্কিম পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে অনেকে চলে গিয়েছেন, যাঁরা বেঁচে আছেন তাদের সাতটা বই এর নাম বল! এ বছর কে পেয়েছে? তার নাম পর্যন্ত তুমি জানো না!

■ **গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে বিষয়টা!**

পুরোটাই….. আমাকে দুবছর আগে একটা 'শান্তি সাহা বাঙ্গলা একাডেমী স্মারক পুরস্কার' ২০১০ দিয়ে দিয়েছে কথাসাহিত্যে ব্যতিক্রমী অবদানের জন্য তড়ি-ঘরি। তখন আমার টাকারও দরকার ছিল। পঁচিশ হাজারের অনেক মূল্য তখন। নার্সিং হোমের সিট রেন্টটা মেটাতে পেরেছি তখন। লেখালেখি করে এটাই আমার প্রাপ্তি-স্ত্রীর অসুস্থতায় আমাকে কারো কাছে হাত পাততে হয়নি।

■ **আপনি সর্বজন পাঠ্য হননি। হাল আমলে যারা পুরস্কার পাচ্ছেন তারা কি সর্বজনপাঠ্য হয়ে পুরস্কার পান?**

এটা তো আমি জানি না! তবে সাহিত্য পাঠের ব্যাপারে আমার একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। সাহিত্যপাঠ আর সংবাদপত্র পাঠ কিন্তু এক জিনিস না। সাহিত্য পাঠ করতে গেলে লাইন বিটউইন যেতে হবে। সংবাদপত্র পাঠ করতে গেলে তোমার সেটা দরকার নেই। এখন সেভাবে কি সাহিত্য পাঠ করা হয়? পড়ার অভ্যেসটা তো পাল্টে গিয়েছে। আমরা তো খুব অনুকরণপ্রিয় জাতি এবং লোকের স্বভাবটাই তাড়াহুড়ি নেই। আগে দুধরনের রিডারের ভাগ ছিল সিরিয়াস-নন্ সিরিয়াস। এখন তো মুড়ি-মুড়কি একসাথে দৌড়চ্ছে। এতে অসুবিধা হবে। আর পুরস্কার যারা দেয় তারা জানে আমি দিই না, জানিও না।

■ **সূর্য যখন মেষরাশিতে- উপন্যাসটিতে দেশভাগের চাপ টেনশন ক্রিয়াশীল থেকেছে কোথাও উচ্চকিত হয়নি। আছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতির উজ্জ্বলতাও। দেশভাগের চাপ এই বঙ্গে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে এখন ক্রিয়াশীল। গোটা বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখছেন?**

হ্যাঁ আতঙ্কের সংস্কৃতি আছে একটা, আতঙ্কের সংস্কৃতি সর্বত্র থাকে। এটা এসেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর -কোল্ড ওয়ার- পর্ব থেকে। আতঙ্কের সংস্কৃতি আমাদের মধ্যেও আছে। এই উপন্যাসের হয়ত সেকেন্ড পার্ট লিখতে হবে। এই উপন্যাসটি কমপ্লিট হওয়ার পর আমার মনে হচ্ছে যে, এটা শুধু সীমান্ত এলাকার বিষয় নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বিষয়। পাঞ্জাব বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, আমি জানিনা সেখানকার গল্প উপন্যাস কি ধরনের হচ্ছে ইদানিং কালে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে জনগত চেঞ্জ হয়েছে। কেন না বস্তি কলোনী করে শহরে থাকার পর সেই বস্তিগুলির পাট্টা হয়ে যায় এবং সেই পাট্টা হ্যান্ডওভারের পর প্রমোটার রাজ এসেছ। কনস্টাকসন অর্থনীতি এসেছে। বস্তি কি উঠেছে? দক্ষিণ ২৪ পরগনা বা কলকাতায় কারা পার্মানেন্ট ছিল, এদেশের বাসিন্দা যারা। দেশভাগে ততটা ক্ষতিগ্রস্ত নয় কিন্তু তারা বাস্তুচ্যুত হয়ে নতুন করে বস্তিতে আসছে। ইকনোমিক্যাল ক্রাইসিসটা হল সেটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে উদ্বাস্তু যারা এসেছিল তারা সব রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে। চাবিকাঠি তাদের হাতে চলে গিয়েছে। উদ্বাস্তু কখনো কোন বড় স্বপ্ন দেখতে পারে না। তার স্বপ্ন খুব লিমিটেড। সেই জন্য সে এটা করেছে। নতুন ভাবে একটা ক্রাইসিস তৈরী হয়েছে দেশভাগের পর। অরিজিনাল পিপল্ উঠে যাচ্ছে সংস্কৃতির বাজারেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুরা দখল করে আছে। তাঁরা লিমিটেড স্বপ্ন নিয়ে আছে ফলে ভাল লেখা হবে কেমন করে।

■ **আপনার লেখায় যৌনতার ব্যবহার আছে, বিবরণ নেই। অনেক সময় দু-এক লাইনে সেরেছেন। রূপক-প্রতীক-ইঙ্গিতের আশ্রয়ে যৌনতাকে আড়াল দিয়েছেন। ভয়ে নাকি সংস্কারে, কোথায় বেঁধেছে?**

আমার কাছে যৌনতা হল সৌন্দর্যের বিষয়। নিজস্ব অনুভূতির সৌন্দর্য। কই কোণারকের মন্দিরে গিয়ে তো সে যৌন এ নিয়ে প্রশ্ন কর না! তুমি তার ভাস্কর্যই দেখ। ব্যাক্তিগত জীবনে সেটা খোলামেলা আনতে হবে কেন? বিপরীত যৌনতা পৃথিবীতে সবসময় ছিল এখনো আছে। ব্যাভিচার ছিল এখনো আছে এবং থাকবে। তাবলে এটা নিয়ে মাতামাতি করার পক্ষে আমি নই। আমি যা বলতে চাইছি সেটা পাঠক বুঝতে পারছে কিনা? যৌনতা হল দূরবর্তী পবিত্রতা। আমাদের জন্মই তো হতনা যদি না যৌনতা থাকতো। আমি যৌনতাকে অপমান করতে পারব না। যৌনতাকে

গল্পের শরীরে রাখতে হয়। কোন কোন গল্পে চাপা যৌনতা থাকে। পড়বার সময় খুব ভালভাবে যদি লক্ষ করা যায় একটা দমবন্ধ পরিবেশকে যদি পুরোপুরি বাস্তবতা নিয়ে উঠে আসত তাহলে তা স্টেটমেন্ট হত, সাহিত্য থাকত না।

■ এটা অর্থডক্সদের মত চিন্তা হয়ে গেল না?

অর্থডক্সরা কি বলে তা তো আমি জানি না। এটা আমার চিন্তাধারা। ইন্ডিয়াতে যৌনতা নিয়ে কখনো বাড়াবাড়ি ছিল না। কালিদাস যদি পড়, শকুন্তলা, এত খুল্লমখুল্লা যৌনতার আলোচনা আছে কিন্তু চয়েজেবল শব্দের মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহারে আছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সর্বত্র যৌনতা আছে। আমরা তো শিবলিঙ্গকে পূজা করি তখন কি পর্ণগ্রাফির কথা চিন্তা করি। কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারের মধ্যে যৌনতা কোথায়?

■ আপনার গদ্যের স্টাইল নিয়ে জানতে চাই? আপনি নিজস্ব স্টাইল গড়ে তুলেছেন। কি ভাবে করলেন?

নিজস্ব স্টাইল? (হাসলেন) তবে, আমি লিখবার আগে স্টাকচারটা চিন্তা করি। লিখবার আগে আমি তো গল্প চিন্তা করি না বিষয়টা চিন্তা করি। বিষয়টার সাথে কয়েকদিন থাকি। স্টাকচারটা নিয়ে চিন্তা করি। স্টাকচারের মধ্যে যে চরিত্র থাকে সেগুলি স্বেচ্ছাচারি হয়ে যায়। তারা স্বাধীনতা চায়। এই স্বাধীনতা দিতে গিয়ে আমাকে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। অনেক চিন্তাভাবনা করতে হয়। এসব চিন্তাভাবনা করতে গিয়েই লেখার স্টাইল বদলে গেছে কিনা জানিনা। তবে, এভাবেই লিখি

■ আপনার প্রথম দিককার লেখার সাথে এখনকার লেখাতে পার্থক্য-দেখা যাচ্ছে। বিষয়ের বিন্যাসে ও গদ্যরীতিতেও। কেন এই পরিবর্তন?

সে তো সব মানুষই করে। জীবনে বৈচিত্র বাড়াতে চায় সবাই। আজকে যেখানে চেয়ারটা ছিল কালকে অন্য জায়গায় রেখে দেখে কেমন লাগে!

■ তা কি পাঠকের চাপে?

আমার তো পাঠকই নেই তা কীসের আবার চাপ। লোকালে আমার দশ কপি বই ও বিক্রি হয় না দোকান থেকে। অতএব পাঠক নিয়ে ভাবি না। আমি নিজের জন্যই লিখি-যারা ভাল বলে ভাল, যারা খারাপ বলে তারাও ভাল। ভাল মন্দ বলতে গেলে পড়তে হয়।

■ আপনি অনেক সময় বড় বড় ঘটনা বা গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেবে এমন সময় গোটা বাক্য ব্যবহার না করে কয়েকটি মাত্র শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন- একজন লোককে মাঝি মল্লারা ধরে নিয়ে গেছে বলি দেওয়া হবে বলে, সে ঘটনাটা বিস্তারিত না বলে আপনি পরের প্যারা থেকে শুরু করলেন--বলি দেওয়ার পরে- বলে-এভাবে লেখেন কেন?

বিস্তারিত বলার প্রয়োজন আছে ? ভিডিও ফ্রেমে গল্প না দেখে গল্প মনোজগতের ব্যাপার হিসেব দেখতে হবে। গল্প ইন্টারনাল ব্যাপার-বলি দেওয়ার পর কি হল এটাই তো বলতে হবে, বলির ডেসক্রিপশান দিয়ে কি হবে?

■ এটা কি সচেতন ভাবেই করেন?

না। এখন তো সচেতন হবার কিছু নেই। এখন প্রাকটিস-এর ব্যাপার। যদি বেশিদিন বাঁচি তাহলে এই ধারাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যেতে পারবো। নতুন কিছু ভাষা আর তৈরী করা যাবে না এখন।

■ এতে পাঠক হোচট খাবে না অর্থাৎ এই যে আপনি ঘটনা ছেড়ে দিয়ে চলে যান!

বলির জন্য লিখতে গিয়ে খড়্গ উঠিল-তারপর নামিল-তারপর রক্তের বর্ণনা-এসবে না গিয়ে যারা ঘটনাটা দেখছে তাদের প্রতিক্রিয়ায় আমি চলে গেছি। তোমার এখানে কি চাহিদা ছিল? কাটা মুন্ডু নিয়ে কি করা হয় সবাই জানে। তার বর্ণনা অহেতুক। আমি কেন, বহুরার বহুলোকে দেখেছে। বহুলোক জানে। আজানাটা-যেটা আমার জানা সেটা জানানোই আমার চেষ্টা। উপন্যাস গল্পে যে চরিত্র ও ঘটনা দেওয়া হয় সেটা সবসময় ফার্স্ট পারসনে থাকে না- আমি থাকে না-আরও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রনে যাতে সেই চরিত্রটা উঠে আসে, সেই চেষ্টাই করা হয়। ঘটনার বিবরনের জন্য সাহিত্য নয় তারজন্য সংবাদপত্র, এটা আমি বিশ্বাস করি।

■ আমরা আবার একটু প্রসঙ্গন্তরে যেতে চাই। 'নিরক্ষরেখার বাইরে'- প্রকাশের পর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল জানিয়েছেন। - কীর্তিমুখ- প্রকাশের পর পার্টির কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

-ব্ল্যাক আউট- করে দেওয়া হয়। রামমোহন পারচেজ হত-রামমোহন পারচেজ হল না। লাইব্রেরী পারচেজ হত-হল না। এশিয়ান লাইব্রেরিতেও আমার বই পারচেজ হয়- হল না। মাঠ ঘাটেও বিক্রি হল না-কিনলে পড়তে হয় তো সে কষ্টটা কে করবে? নিষেধ আছে যে!

■ বেশ কয়েকটা প্রবন্ধ আছে আপনার যেমন আশাপূর্ণার উপর প্রবন্ধ। প্রবন্ধের দিকে কি আর মনোযোগ দেবেন না?

এখন যদি কিছু প্রবন্ধ লিখি নিজের লেখালেখির উপরে লিখব। প্রবন্ধের কাজটা অন্যরকম-অনেক পড়াশুনা করতে হয়। এখন প্রবন্ধের একটা টাইপ হয়েছে, যেটা আমার পক্ষে সম্ভব না। প্রবন্ধের মধ্যে নিজের মনোজগতের কথা বললে আমি আছি, তা বাদে রেফারেন্স-উদ্ধৃতি-কালপঞ্জি-দিয়ে লেখা আমার পক্ষে

সম্ভব না। এবং এই কাজটা আমার পছন্দের না।

■ মানিক-আশাপূর্ণার উপর লেখা প্রবন্ধগুলির ফ্লেবারই আলাদা- ক্রিয়েটিভ রাইটারের লেখা জন্য তার ফ্লেবারটা অন্যরকম। ওরকম আর কিছু পাব না?

আমার প্রিয় উপন্যাস শ্রীকান্তের প্রথমভাগ কেন ফার্স্ট পারসনে লেখা হল তা নিয়ে লিখব। আমি বাংলায় লিখি বলে কোন হীনমন্যতা নেই। সবারই যার যার মাতৃভাষায় লেখা উচিত। আমার লেখা ইংরেজীতে অনুবাদ হয়ে আছে-এডিটিং চলছে-সামনের বছর বের হবে।

■ আগামী দিনে আপনার কি কোন থান ইট উপন্যাস পাব?

বিষয় হলেই পাবে। এ.বি.সি.ডি যা হোক দিয়ে আমি ভরাতে রাজি না। এমনিতেই মানুষের সময় কম।

■ এপিকের উপর কাজ টাজ?

মহাভারত আমার পছন্দের বিষয়। আমার লেখাতেও তা রেফারেন্স হিসেবে থাকে।

■ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যেমন শুরু করেছিলেন ছোটদের মহাভারত, তেমন কিছু?

ওতে ভুল তথ্য আছে। দায়িত্ব নিয়ে বলছি। চরিত্রের বিশ্লেষনেও ভুল আছে।

■ লেখাতে কাব্যময়তা কতটা জরুরী? গদ্যে কাব্যময়তা সমর্থন করেন?

আমি রুটসে বিশ্বাস করি, আমি ভুঁইফোর না। আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্যেই আছে কাব্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য কাব্যভাষায় লেখা হত। গীতিকবিতা প্রাচীন ঐতিহ্য আমাদের। আমার লেখায় যদি আমি তা ফিরিয়ে আনতে পারি-তা তো গর্বের ব্যাপার হবে। গীতিময়তার কাব্য যেমন বৈষ্ণব পদাবলী, রামপ্রসাদের কাব্যে কি নেই? ঐ সময়ের সমাজ ব্যবস্থার কথা সবই বলা আছে। গদ্য লিখতে গেলেও ইতিহাস তো থাকতেই হবে।

■ আপনার গদ্যে স্ল্যাং-শব্দ কম থাকে। কেন?

হ্যাঁ আমার গল্পের ধরন অনুযায়ী তা অপ্রয়োজনীয়। একধরনের ভদ্রতা থাকে আমার গল্পে। কারন আমার চরিত্ররা স্ল্যাং ইউজ করতে জানে না। তবে রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেব কখনও কখনও আসে।

■ আপনার গল্পে চিতা বাঘ, মাদি মোষ-এসব আসে কেন?

চিতাবাঘ কিসের প্রতীক? টু-হুইলারের অ্যাডে দেখানো হচ্ছে। বিদেশীপুজি আসতে শুরু করেছে তখন। একজন আদিবাসী রমনীর স্বাভাবিক সৌন্দর্যের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে চিতাবাঘ বা টু-হুইলার বা বিদেশী পুজি। নয়ডার কারখানা-আদিবাসীদের বস্তি উচ্ছেদ করে হিরো-হোন্ডার কারখানা হয়েছিল। সে সময়ের হিস্টি ধরা আছে -'সিজলি মার্ডির জীবনে চিতাবাঘ'- এ। মাদি মোষ ব্যবহার করা হয় টোটেম হিসেব। টোটেমের উপর আমার ভীষণ আগ্রহ। আমাদের দেবদেবীর সাথে পশু থাকে বাহন হিসাবে। পশু হল টোটেম যা একটা জাতিকে চেনায়। খুব আগে তো আমরা পশুদেবতার উপাসক ছিলাম। যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আগাম খবর পায় পশুরা। পশুরা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম।

■ আপনার আর নতুন বই কি বের হচ্ছে?

নিরুদ্দেশের উপকথা- গল্প সংগ্রহ ১ নিয়ে একটা সংকলন এবং ইংরেজী অনুবাদের সংকলন। তাড়াহুড়ো করছি না।

■ আগামী লেখার কি পরিকল্পনা আছে?

আগেই বলে দেব, কেউ যদি লিখে ফেলে?

■ আপনি যে ধরনের বিষয় নিয়ে লেখেন, যে ভাবে লেখেন- আপনি অর্ধেক বলে দিলেও অন্যের পক্ষে লেখা সম্ভব না। কাজেই আপনি অনায়াসে বলতে পারেন।

আমি একটা রিভার্স মানসা মঙ্গল লিখব। উজান যাত্রা। লিঙ্ক আপ নদীটা পাওয়া যাচ্ছে না বলে....। আমি শান্তি নিকেতনে যাব, এ মাসেই যাব। এক শিক্ষকের কাছে জানতে, তিনি নদী কমিশনের সদস্য।

■ ঠিক আছে আজ এই পর্যন্তই থাক। আপনার সাথে আলাপচারিতায় অজানা পীযূষ ভট্টাচার্য উঠেএল। আমরা মিথের জাদুকর পীযূষ ভট্টাচার্যকে খুব কাছ থেকে দেখলাম-জানলাম-চিনলাম। ভাল থাকবেন। ভাল লেখায় আমাদের প্লাবিত করবেন। ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ। তোমরাও ভাল থেকো। ভাল ভাল কাজ করো।